بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৩রা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একদিন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ভ্রমনে বের হন। পথিমধ্যে খোদার কৃপাবারি এবং সাহায্য ও সমর্থনের উল্লেখ করা হলে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সত্যকে সমুজ্জ্বল করতে এবং আমাদের এই জামাতের সমর্থনে এত জোর দিচ্ছেন কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের চোখ খোলে না। তিনি (আ.) বলেন, এক বিরোধী একবার আমাকে পত্র লিখেছে, আপনার বিরোধিতায় মানুষ কোন ত্রুটি করেনি, কিন্তু একটি কথার কোন উত্তর আমাদের জানা নেই, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে আপনি সফলতার সোপান মাড়িয়ে চলেছেন কীভাবে।

অতএব এই ছিল তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যার ফলাফল তখনও প্রকাশিত হয়েছে আর কেবল তখনই নয় বরং আজ পর্যন্ত বিরোধীরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে কিন্তু এ জামাত খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় ক্রমশঃ উন্নতি করে চলছে। যেখানেই বা পৃথিবীর যে কোন অংশে বিরোধীরা আহমদীদের দমন-পীড়ন বা নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তা'লা সেসব দেশে যেখানে আহমদীদের ত্যাগ এবং কুরবানীর মান উন্নত করেছেন সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনি স্বয়ং জামাতের উন্নতির এমনসব পথ উন্মুক্ত করেছেন যে, যদি আমরা শুধু নিজের চেষ্টার বলে তা করার চেষ্টা করতাম তাহলে কখনও সফল হতাম না। কাজেই এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত চারা যা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্।

খোদা তা'লা এ যুগে কীভাবে ফযল করেন, কীভাবে মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন, কীভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে, ঐশী কৃপারাজির এমন কিছু ঘটনা এখন আমি উপস্থাপন করছি।

নাইজারে নিযুক্ত আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, একটি তবলীগি সফর কালে একটি মাটির রাস্তায় যাত্রা করি এবং তবলীগ করতে করতে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। তিন দিন পর একই রাস্তায় ফিরে আসার পথে একটি গ্রাম পড়ে যার নাম হলো গিটাইটি। সেই গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকজন রাস্তায় আমাদেরকে যাত্রা বিরতিতে বাধ্য করে এবং বলে, আমরা সবাই আপনাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনারা এখনই ইমাম সাহেবের কাছে চলুন। আমরা সেই ইমামের কাছে গেলে তিনি বলেন, আপনারা এখনই আমাদেরকে বয়আত ফরম দিন। আমরা সবাই বয়আত করতে চাই। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি

তাদেরকে বুঝালাম, তড়িঘড়ি করে বয়আত করবেন না। ইমাম সাহেব বলেন, খোদা তা'লা আমাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই এ জামাতের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে আর কোন সংশয় বা সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যখন এ পথ অতিক্রম করেন, আপনাদের যাওয়ার পর মারাবী শহরের বড় ইমাম সাহেব তার কাফেলা নিয়ে এখানে আসে এবং বলতে থাকে, আহমদীরা কাফির বা অবিশ্বাসী আর তোমরা কাফিরদেরকে তোমাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দিয়েছ এবং তবলীগ করার অনুমতি দিয়েছ, এমনটি কেন করেছ? এটি শুনে গ্রামের ইমাম সাহেব তাকে বলেন, আপনাদের মাঝে এবং আহমদীদের মাঝে এটি-ই পার্থক্য। এখানে আসার পর থেকে আপনি কাফির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নি। আর তারা অর্থাৎ আহমদীরা যতক্ষণ এখানে অবস্থান করেছে, কুরআন এবং হাদীস ছাড়া কোন কথা বলেনি। আহমদীদের এই আচরণ যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই কুফরী আমাদের কাছে বড় প্রিয় আর আমরা এমন কাফির হওয়া পছন্দ করব। তখন ওহাবীদের এই বড় মৌলভী ব্যর্থতার সাথে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে।গ্রামবাসীরা আমাদের মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বীকে বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন, বয়আত ফরম দিয়ে যান। যাহোক, তখন বয়আত ফরম ছিল না। সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত হয়েছে এবং অনেক বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঞ্জানিয়ার টোবুরায় নিযুক্ত আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে অনেক বড় একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামাত টোবুরা শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এক আহমদী বন্ধু সোলেমান জুমা সাহেবের মাধ্যমে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সেখানে তবলীগের জন্য যেতেন এবং প্যাম্ফলেট বিতরণ করতেন। এর ফলশ্রুতিতে কতক বন্ধু বয়আত করেন। এরপর জামাতের মুয়াল্লিম সাহেব বারংবার সেখানে সফরে যান এবং তবলীগি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এরফলে আরো কয়েকজন বন্ধু বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এখন সেখানে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামাতের সদস্যরা দারিদ্র-কবলিত হলেও ঈমানী প্রেরণায় সমৃদ্ধ। স্বনির্ভরতার নীতির অধীনে গ্রাম্য আর্থসামাজিক অবস্থানুসারে তিনি (জুমা সাহেব) সেখানে একটি কাঁচা মসজিদও নির্মাণ করেছেন এবং চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

একইভাবে মালীর আমীর সাহেব লিখেছেন, তেজানিয়া ফির্কার এক বড় ইমাম আদম তুনকারা সাহেব বয়আত করেছেন। বয়আত করার সময় তিনি বলেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবত জামাতের ক্যাসেটস এবং রেডিও শুনছিলেন। মালীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের বেশ কিছু এফএম রেডিও স্টেশন রয়েছে যার সম্প্রচারের গন্ডি সত্তর আশি মাইল বিস্তৃত। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপক অঞ্চলে তবলীগ হয়। এই আদম সাহেব বলেন, তার মরহুম পিতা তেজানিয়া ফির্কার অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এই এলাকার ৯৩টি মুশরিক বা পৌত্তলিক গ্রামকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এক রাতে আদম সাহেব স্বপ্নে

দেখেন, তার মরহুম পিতা বলছেন, আহমদীয়াতই সত্য পথ আর আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের জন্য তাঁর অর্থাৎ পুত্রের সমধিক চেষ্টা করা উচিত। এরপর তিনি আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে তবলীগের জন্য একটি গ্রামে যান। সেই গ্রামের মানুষ পূর্বে মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিল, তার পিতার মাধ্যমেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই গ্রামের ইমাম যার বয়স এখন ৮৭ বছর, তিনি আদম সাহেবের পিতার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার সাথে সাক্ষাতে তিনি বলেন, তিনি রেডিওতে জামাতের তবলীগ শুনেছেন। নিশ্চয় আহমদীয়াতই সত্য পথ। একই সাথে তিনি আদম তঙ্গারা সাহেবকে নসীহত করেন, তিনি যেন এই বাণী প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর এই ইমাম সাহেবও সেই একই কথা বলেছেন যা তার পিতা স্বপ্নে তাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ পিতার বন্ধুর মাধ্যমে তাকে অর্থাৎ আদম সাহেবকে সেই একই শব্দ পুনরায় শোনানো হয়েছে। সেই রাতে তিনি তবলীগ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেখানে তিন হাজার চার শত ব্যক্তি আহমদীয়াত জামাতভুক্ত হন।

এরপর সাগরালা ডাকা নামে অপর একটি গ্রামে তবলীগের জন্য যান। সেখানেও মানুষ সমবেত হলে তিনি তাদেরকে তবলীগ করেন। তার ধারণা ছিল, এখানে কোন আহমদী নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিছু মানুষ সেখানে থেকে উঠে যায়, তারা নিজেদের ঘর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আমার (অর্থাৎ হুযূরের) কিছু ছবি নিয়ে আসে আর কয়েকটি প্যাম্ফলেট নিয়ে এসে বলে, আপনি যখন তবলীগ আরম্ভ করেন তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এটি সেই জামাত যার কথা আমাদের মরহুম ভাই বলতেন। তারা বলেন, তাদের এক ভাই গাউসুফু ফানা সাহেব ঘানা গিয়েছিলেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি বুরকিনাফাসোর শহর বোবু জালাসুতে বসতি স্থাপন করেন। ২০১০ সনে আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি এখানে আসেন। তখন তার কাছে এই ছবি এবং বইগুলো ছিল। তিনি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। আজ আল্লাহ্ তা'লা সেই জামাতকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন যার তবলীগ আমাদের এই ভাই করতেন। আমরা সকল গ্রামবাসী বয়আত করছি। সেদিন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রায় এক সহস্র মানুষ জামাতভুক্ত হয়।

এরপর মালীর জিমা অঞ্চল থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লিখেছেন, একদিন আমাদের অঞ্চলের এক আহমদী আব্দুস সালাম তারাওড়ে সাহেব পার্শ্ববর্তী গ্রামে যান। সেখানে উপস্থিত গ্রামবাসীরা তাকে বলে, দীর্ঘদিন ধরে এখানে অনাবৃষ্টি চলছে। যদি আপনাদের জামাত সত্য হয়ে থাকে তাহলে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা ধরে নিব, সত্যিই আপনাদের জামাত সত্য এবং খোদার সাহায্য আপনাদের সাথে আছে। তখন জনাব আব্দুস সালাম সাহেব নফল নামায পড়েন এবং বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তোমার মাহদীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আজই এখানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। এই মুয়াল্লিম সাহেব মালীরই স্থানীয় অধিবাসী। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ কর। তিনি বলেন, এই দোয়া করার পর আকাশে মেঘমালা ঘনীভূত হতে থাকে আর এত প্রবল বৃষ্টি হয় যে, চতুর্দিকে পানি জমে যায়। এর

স্বল্পকাল পর মানুষ আব্দুস সালাম সাহেবের কাছে আসে এবং বলে, আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আহমদীয়া জামাতে প্রকৃতপক্ষেই একটি সত্য এবং ঐশী জামাত। আর এভাবে পুরো গ্রামবাসী আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

দেখুন খোদা তা'লা কীভাবে মানুষকে স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সব জায়গায় নিদর্শন প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক নয় কিন্তু তাদের প্রকৃতিগত পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হিদায়াত দিতে চাচ্ছিলেন আর এই কারণেই নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের পরলোকগত ইউসুফ আডিসি সাহেব যিনি ঘানার স্থানীয় মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি একটি ঘটনা লিখেছেন, আমাদের একজন দাঈইলাল্লাহ্ ভাই আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে লাম্বুয়া নামক গ্রামের স্থানীয়রা তবলীগের সময় বৃষ্টির জন্য দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)-এর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তবলীগ করছেন তাই তার দোয়া গৃহীত হবে এবং রাতেই বৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ঐ রাতে একটার সময় সেই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি হয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শন দেখে সেই অঞ্চলের একটি বিশাল শ্রেণী আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এরপর আইভরিকোস্টের আমীর সাহেব লিখেন, ফাতেমা সাহেবা নামের একজন নতুন বয়আতকারিণী বর্ণনা করেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি সত্যিকার আরাম ও প্রশান্তি লাভ করছেন। আহমদীয়াত তাকে সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে। ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা খুব সহজসাধ্য হয়ে গেছে। সকল বিদ্আত দূর হয়ে গেছে কেননা আহমদীয়াতের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা যা সকল প্রকার বিদ্আত, সমস্যা এবং জটিলতা হতে মুক্ত। তিনি বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমৃত্যু আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো।

অতএব এহলো বয়আতের সত্যিকার মর্ম অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে অবলম্বন করা। শুধু মৌখিকভাবে বয়আত করা বা আহমদী আখ্যায়িত হওয়ার কোন মূল্য নেই। সকল প্রকার বিদ্আত এড়িয়ে চলা এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা শিরোধার্য করা আবশ্যক। নবাগত আহমদীরা এমন প্রেরণা নিয়ে বয়আত করেন। পুরোনো আহমদীরা অনেক সময় আলস্য দেখায়। তাদের মাঝেও এই প্রেরণা সৃষ্টি করা উচিত এবং এটি ধরে রাখা উচিত নতুবা আগামীতে নবাগতরা আবার আপনাদের শিক্ষক না হয়ে যায়।

আইভরিকোস্ট থেকে একজন নতুন বয়াতকারী বন্ধু তুরে আল অলি সাহেব লিখেন, বয়আত গ্রহণের পর তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। নামায উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। ব্যবহারিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে আর আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম মেনে চলা সহজসাধ্য হয়ে গেছে। এছাড়া আহমদীয়াতের ধর্মীয় সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান এবং তত্ত্বেও সমৃদ্ধ হচ্ছি। এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীরা যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন দেখুন কীভাবে তাদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, খোদার সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচিত হচ্ছে। প্রত্যেক আহমদীর এটি অর্জনেরই চেষ্টা করা উচিত।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, এক বন্ধু সেলা সাহেব নিজ গ্রামে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার সাহায্য চাওয়ার জন্য মিশন হাউজে আসেন। আমি তার সামনে জামাতের পরিচয় তুলে ধরলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি এতে যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন এবং বলেন, আপনি তো আমার চোখ খুলে দিয়েছেন এবং বলেন, আমার একাগ্র বাসনা, আপনি আমার গ্রামে চলুন যেন এই বাণী সবার কর্ণগোচর করা যায়। অতএব একটি বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে তিনি সেই গ্রামে যান। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সেই পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামবাসী বয়আত করে আহমদীয়াত জামাতভুক্ত হয়েছেন। এই বন্ধু, সেলা সাহেব বলেন, যখন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি তখন থেকে আমার জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা পূর্বে কখনও আমি অনুভব করিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তার দু'সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন যাদের একজন এ বছর জামেয়া আহমদীয়া সিয়েরালিওনে যাবে এবং দ্বিতীয় জন আগামী বছর, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। তিনি বলেন, আমি সেই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি দীর্ঘদিন থেকে আমি যার অনুসন্ধানে ছিলাম।

বেনিনের তিরিনগো অঞ্চলে নিযুক্ত আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব বলছেন, বেশ কয়েক বছর পূর্বে যখন এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন সেখানকার এক খ্রিষ্টান পাদ্রী এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুন্দর মসজিদের নির্মাণ কাজ দেখে প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এটি কাদের মসজিদ? উপস্থিত মুয়াল্লিম ইসহাক সাহেব বলেন, আহমদীদের মসজিদ নির্মীত হচ্ছে আর আমরা সবাই আহমদী। খ্রিষ্টান পাদ্রী বলেন, আমি দীর্ঘদিন সোয়ালো শহরে বাস করেছি। সেখানে আহমদীদের তবলীগ শোনারও সুযোগ পেয়েছি। এরা সৎ এবং সত্য জামাত। আপনারা সঠিক ধর্ম বেছে নিয়েছেন, এখন যথাযথভাবে এর অনুসরণ করুন। তখন আমাদের মুয়াল্লিম তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার দৃষ্টিতে এরা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এদের সাথে যোগ দিচ্ছেন না কেন? একথা শুনে পাদ্রী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম নিশ্চয় সত্য ধর্ম। আপনারা এ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর আমি যেখানে আছি কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে রয়েছি। কিন্তু সত্য কথা হলো, তোমরাই সঠিক পথে রয়েছ। (হুযূর বলেন) কিন্তু কিছু এমন মানুষও আছে যাদের এই দুনিয়ার কোন ভয় নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করেন বা মনের দুয়ার খুলে দেন।

কঙ্গোর এক খ্রিষ্টান পাদ্রী আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তার মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি বলেন, আমি বছরের পর বছর পাদ্রী হিসেবে কাজ করেছি এবং মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু যে আন্তরিক প্রশান্তি এবং খোদার নৈকট্যের চেতনা আহমদীয়াতের মাঝে এসে লাভ হয়েছে তা ইতোপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। এখন আহমদীয়াতই আমার সবকিছু।

আলজেরিয়ার এক বন্ধু তার বংশের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে লিখছেন, তার মা স্বপ্নে দেখেছেন, একজন শেখ বা আলেম তাদের ঘরে আসেন এবং তার সন্তানদের ইসলামের পবিত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। যার ফলে তার ঘরে বড় পবিত্র প্রভাব পড়ে এবং ঘরে এই ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তার মা লিখছেন, একদিন তার মেয়ে টেলিভিশন দেখছিল আর চ্যানেল পরিবর্তন করছিল। হঠাৎ এমটিএ'তে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন এমটিএ'তে আমার ছবি (অর্থাৎ হুযূরের ছবি) দেখানো হচ্ছিল। ছবি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠেন এবং বলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। এরপর তিনি রীতিমত এমটিএ দেখতে আরম্ভ করেন যা থেকে তিনি অবগত হন, ইমাম মাহদী যার জন্য পৃথিবীবাসী অপেক্ষমান তিনি এসে গেছেন। আর এভাবে ২০১৩ সনের নভেম্বরে তিনি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। বয়আতের পর তিনি লিখেন, যেসব দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা আমার ছিল আহমদীয়াত গ্রহণের কল্যাণে সব আনন্দে রূপ নেয়। এখানে সমাজ ব্যবস্থার কারণে সন্তানদের তরবীয়ত নিয়ে যে আশঙ্কা ছিল, জামাতী পরিবেশ এবং জামাতী তরবীয়তের কল্যাণে তা দূরীভূত হয়েছে। তাই সন্তান-সন্ততিকে জামাতী পরিবেশে নিয়ে আসা আবশ্যক। নবাগতরাও এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে। আমরা যারা পুরনো আহমদী রয়েছি আমাদের সবারও এটি স্মরণ রাখা উচিত, জামাতী পরিবেশে যদি সন্তান-সন্ততিকে রাখা হয় তাহলে সঠিক তরবীয়ত হওয়া সম্ভব। আর সেই সাথে নিজেদের উত্তম আদর্শ যদি প্রদর্শন করেন তাহলে সঠিক তরবীয়ত হবে। তিনি বলছেন, আমার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে আর তা আনন্দে বদলে গেছে। এর কারণ হলো, কার্যতঃ তিনি নিজের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছেন।

এরপর কঙ্গোর মুবাল্লিগ লিখেন, বাকুঙ্গো প্রদেশের শহর কিনজাওয়াটের স্থানীয় আহমদী টুটু সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি তার নামাযের জায়গা অর্থাৎ ক্বিবলা পরিবর্তিত পেয়েছেন। অন্যরা পুরনো ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়ছে কিন্তু তিনি এবং আরো কিছু সদস্য নিজেদের ক্বিবলা পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই স্বপ্নের অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি বলেন, এরপর গত বছর এখানে কোনভাবে জামাতী প্যাম্ফলেট হস্তগত হয়। তখন স্থানীয়দের এক ব্যক্তি দুইশত ষাট কিলোমিটার অতিক্রম করে জামাতের প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারে সমধিক অনুসন্ধানের জন্য আসেন। অনুসন্ধানে আসার পর তার অনুরোধে সেখানে মুয়াল্লিমকে পাঠানো হয়। মুয়াল্লিম সাহেব যখন সেখানে পৌঁছেন আর সত্যিকার ইসলামের বার্তা পৌঁছান তখন তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তার কিছু আত্মীয় স্বজনও। অন্যদেরকেও তিনি অবহিত করেন, আমি আপনাদেরকে ইতোপূর্বে যে স্বপ্ন শুনিয়েছিলাম তাতে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের প্রতিই ইঙ্গিত ছিল। আর এভাবে আরও সতের জন সেখানে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর সেখানে আরো তবলীগি এবং চিকিৎসা শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার মেডিকেলের এক ছাত্র সেদিনই আহমদীয়াত গ্রহণ করে মসজিদের জন্য নিজের জমি বা প্লট দান করেন। আর আলহামদুলিল্লাহ্ সেখানে জামাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বয়আতও হচ্ছে।

স্বপ্নে ক্বিবলা পরিবর্তনের কথা হচ্ছিল! ক্বিবলা তো প্রত্যেক মুসলমানের একই। আহমদী এবং অ-আহমদী সবার একই ক্বিবলা। কিন্তু স্বপ্নের অর্থ বাহ্যিক ক্বিবলা নয়। বাহ্যিকভাবে ক্বিবলা পরিবর্তনের কথা নয় বরং হৃদয়ের ক্বিবলা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে আর খোদার ইবাদতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাই একথা সব সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শুধু ক্বিবলামুখী হলেই ইবাদতের দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হয় না বরং হৃদয় সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, আমি ক্বিবলামুখী হচ্ছি এজন্য যে, আমাকে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে এবং এক খোদাকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, কোনাকোরির রাজধানী থেকে দুইশত কিলোমিটার দূরে সোমিয়ো ইয়াওয়ি নামে অনেক বড় একটি গ্রাম আছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর এখানে নিয়মিত যোগাযোগের কল্যাণে পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী আরো কিছু ছোট ছোট গ্রাম আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এত বড় সংখ্যা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের মনে হলো, এখানে রীতিমত জামাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমরা জামাতী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে পৌঁছে দেখি জামাতের বন্ধুরা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। যাদের মাঝে স্থানীয় জামে মসজিদের ইমামও উপস্থিত ছিলেন যিনি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছেন। আমরা যখন তাদেরকে বললাম, এখন আমরা এখানে রীতিমত জামাত প্রতিষ্ঠা করতে চাই তখন গ্রামের প্রধান বলেন, আমাদের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ সব কিছু আমরা উপস্থাপন করছি। আর এই বড় মসজিদও আপনাদের বরং পুরো গ্রামই আপনাদের। তিনি আরো বলেন, আমরা এত আনন্দিত যে, আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা সেই নিয়ামত লাভ করেছি যা অমূল্য। আর এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে এবং সত্যিকার ইসলামের চেহারা আমরা দেখতে পেয়েছি।

কঙ্গোর আমীর সাহেব লিখেছেন, এক দূরবর্তী অঞ্চল লোবোতো'তে একটি প্যাম্ফলেটের মাধ্যমে জামাতের বার্তা পৌঁছে। তারা প্যাম্ফলেটে লেখা ই-মেইল এড্রেসের মাধ্যমে জামাতের কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। তখন স্থানীয় মুবাল্লিগ মুস্তফা মাহমুদ সাহেবকে তাদের কাছে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে তিন মাস অবস্থান করে জামাতের বাণী পৌঁছান। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তাদেরকে জামাতের পয়গাম দেন। সুন্নী মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের সাথে বেশ কয়েকবার প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ষাটের অধিক মানুষ সেখানে জামাতভুক্ত হয়েছে। জামাতের কতিপয় সদস্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এত উন্নতি করেছে যে, জামাতের এক ব্যক্তি যিনি ২০১৪ সনের জুন মাসে জলসায় যোগদানের জন্য এসেছিলেন; তিনি ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে জলসায় যোগ দেন। এখানে বসবাসকারী বা ইউরোপ ও উন্নত বিশ্বে বসবাসকারীদের এই ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব সম্পর্কে ধারণাই নেই। তারা হয়তো বলবে, ৬০০ কিলোমিটার পথ ছয় ঘন্টায় অতিক্রান্ত হয়েছে। যেখানে রাস্তা নেই, বাহন নেই সেখানে এই দূরত্ব অতিক্রম করা অনেক বড় কঠিন কাজ। আর শুধু তাই নয়,

কঙ্গো নদী মাত্রিক দেশ হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় রাস্তাই নেই। নৌকায় করে সফর করতে হয়। তিনি ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন নৌপথে আর বাকি ৩০০ কিলোমিটার স্থলপথের সফর অতিক্রমের জন্য তার কাছে কোন পথ খরচ ছিল না। তখন এক বন্ধুর সাথে দেখা হয় যার কাছ থেকে সাইকেল ধার নেন। আর একটি ভাঙ্গা সাইকেলে এই কষ্টকর পথ তিনি অতিক্রম করেন যার কল্পনাই ইউরোপে বসবাসকারীদের কাঁপিয়ে তুলবে আর আপনারা হয়তো এর ধারণাই করতে পারবেন না। মুবাল্লিগ সাহেব বলছেন, এই সাইকেলের অবস্থা যদি দেখা হয় তাহলে বিশ্বাস করা কঠিন, এই ভাঙ্গা সাইকেলে কীভাবে তিনি এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এটি শুধুমাত্র খোদা তা'লারই কৃপা যা নতুন বয়আতকারীদের এভাবে ঈমানে উন্নতি দান করছে।

আমাদের আরো একজন মুবাল্লিগ লোঙ্গি থেকে লিখেছেন, লোঙ্গি অঞ্চলে গত বছর একটি গ্রামের লোকদের তবলীগ করা হয়। এরফলে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু একজন গয়ের আহমদী ইমাম যে সৌদি আরব থেকে পড়াশুনা করে এসেছিল আর এই অঞ্চলে যার বড় খ্যাতি ছিল, সে মানুষের কাছে গিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলে। এই কারণে গ্রামের মানুষ বয়আত করতে অস্বীকার করে। তিনি বলেন, জলসা সালানা সিয়েরালিওন-এ তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেই ইমামকেও জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ইমাম সাহেব জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করেন। জলসার কার্যক্রম দেখেন। জলসার দ্বিতীয় দিন রাতের বেলা তার এলাকার কয়েকজন লোকসহ এই ইমাম মুবাল্লিগের কাছে আসেন এবং সবার উপস্থিতিতে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সত্য আর এখন থেকে আমি কখনো এই জামাতের বিরোধিতা করব না বরং যারা বয়আত করতে চায় তাদেরকে বলব, আপনারা বয়আত করুন। কাজেই এমন অনেক পরিস্কার মনের এবং নেক ফিতরত আলেমও আছেন, কেবল তারাই নয় যারা মানুষের ঈমান নষ্ট করে।

আমাদের ইতালির হাফিয মুহাম্মদ সাহেব বলেছেন, কাবাবীর থেকে যে লাইভ অনুষ্ঠান এমটিএ'তে সম্প্রচারিত হয় সেটি দেখে ছয় মাস পূর্বেই আমি আন্তরিকভাবে বয়আত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফরম পূরণ করে পাঠাতে পারিনি। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। এখন আমার আনন্দের কোন সীমা নেই কেননা আমি সত্য পেয়ে গেছি। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার জন্য আমি স্বয়ং একটি নিদর্শন। আর তা এভাবে যে, ২০০৮ সনে দৈবক্রমে প্রথমবার আমি এমটিএ দেখি যাতে নাসেখ-মনসূখ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন আপনাদের সম্পর্কে বা ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। সেই অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে এবং দেখা অব্যাহত রাখি। এরপর জ্বিনের স্বরূপ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আল্ হিওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠান দেখি। এই অনুষ্ঠানের কল্যাণে এই জামাতের সত্যতা মেনে নেই। এরপর এই ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর বলছেন, ছয় মাস পূর্বে ২০১৩ সনে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ এবং তার (স্বাভাবিক) মৃত্যু সম্পর্কিত

অনুষ্ঠান দেখে এতটা আশ্বস্ত হয়েছি যে, বয়আত করা ছাড়া থাকতে পারিনি। আর এখন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছি।

এরপর আলজেরিয়া থেকে আব্দুল হাকীম সাহেব বলেছেন, নব্বই এর দশকে আমি সিভিল ডিফেন্স বিভাগে যোগ দেই কেননা ধর্মীয় জামাতগুলো ইসলামের নামে দেশে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছিল এবং মানুষকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করছিল। (হুযূর বলেন) সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অবস্থা এমনই যারা ইসলামের নামে এসব করছে। তিনি বলেন, আমাদের কাজ হলো এদের হাত থেকে মানুষের সম্পদ রক্ষা করা। আমরা ইসলাম থেকে বহু দূরে পড়ে ছিলাম কিন্তু দোয়া করতাম, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে নিস্কৃতি দেন। আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম এই জন্য যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করার কথা কীভাবে ভাবতে পারে আর তাও জিহাদ এবং ইসলামের নামে! ইমাম মাহদী (আ.) যখন আসবেন তিনিও কী এভাবেই হত্যার নির্দেশ দিবেন? মুসলমানরা তাদের সমূহ বিভেদ এবং কুফরী ফতওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে কীভাবে একত্রিত হবে? তিনি বলেন, আমার এক পুরনো বন্ধু আব্বাস সাহেব যিনি তখনও আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি জানতাম না, একবার তার সাথে আমার দেখা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি কুরআনের এমন তফসীর উল্লেখ করেন যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর তা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত যা শুনে হৃদয় স্বস্তি বোধ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এক শতাব্দী পূর্বেই ইমাম মাহদী (আ.)-কে ভারতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে কলম, জ্ঞান ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এর কল্যাণে বড় বড় পাদ্রীদের তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন। আর এখন তাঁর জামাত সেই পথই অনুসরণ করছে। এটি শুনে আমার মনে হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। অতএব আমি তখনই বয়আত ফরম পূরণ করি আর এই প্রিয় জামাতে যোগ দেই। তিনি বলেন, এর কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি রাতে এক অন্ধকার ময়দানে হাঁটছি। এরপর এক বুযূর্গের সাথে দেখা হয় যিনি আমার হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেন। আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছি। সেখানে একটি নৌকা ছিল যার পাশে আরো এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান দেখি। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষমান ছিলেন। আমরা তিন জনই তাতে আরোহন করি। আমি মনে মনে ভাবি, এরা কারা? তখন যে বুযূর্গ আমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আর ইনি ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। এরপর সেই নৌকা চলতে চলতে এক সামুদ্রিক জাহাজের কাছে পৌঁছে। তখন তাদের উভয়ই আমাকে বলেন, এই সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ কর এবং এই জাহাজের আরোহীদের সাথে গিয়ে যোগ দাও। তারাই তোমার পরিবারের সত্যিকার সদস্য।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনী কীভাবে হৃদয়কে প্রভাবিত করে তা দেখুন! মরক্কো থেকে আব্দুল আযীয সাহেব বলেছেন, আমি ইতিহাস এবং ভূগোলের শিক্ষক। যদিও আল্লাহ্ তা'লা অঢেল দিয়েছেন আর আমার পদোন্নতিও হয়েছে, বাসস্থানও আছে কিন্তু আমি রিপুর তাড়নায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। ক্রমশঃ পাপে অধঃপতিত হতে থাকি। এক

পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা বয়আত করার তৌফিক দেন আর আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করতে আরম্ভ করি। তখন আমার চেতনাবোধ জাগ্রত হয়, এ তো আমার ক্ষতের নিরাময়ী মলম এবং আমার আত্মার চিকিৎসা। তখন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর হুযূর আনোয়ারের কাছে এ সম্পর্কে লেখার চেতনা জাগ্রত হয়, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

জামাতে শাহাদাতের ঘটনা ঘটলে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য করেন সে সম্পর্কে জাপান থেকে আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, শেখুপুরায় খলীল আহমদ সাহেব শহীদ হওয়ার পর আমি যখন খুতবায় তার কথা উল্লেখ করলাম তখন এক জাপানি বন্ধু যার জামাতের সাথে গত ছয় মাস যাবত সম্পর্ক হয়েছে, যিনি জেরে তবলীগ ছিলেন, তার ফোন আসে, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। আমি তাকে মসজিদে ডেকে পাঠাই এবং বয়আতের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি শাহাদাতের স্মৃতিচারণ শুনে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেন এবং বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এখন আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ইয়াদগীরের জেলা আমীর সাহেব লিখেছেন, ইয়াদগীর শহরের এক যুবক মঞ্জুনাথ যার সম্পর্ক ছিল হিন্দু ধর্মের সাথে, তিনি বিএসসি'তে পড়াশুনা করছিলেন। তার সাথে আমাদের এক ছাত্রও পড়াশুনা করত। একদিন নোটস লেখার জন্য তার নোট বুকের প্রয়োজন দেখা দিলে সে আমাদের খাদেমের নোটবুক নিয়ে যায়। তাতে 'মানবতা যিন্দাবাদ' এবং 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এসব লেখা ছিল। এ লেখা পড়ে তার হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এই যুগে যেখানে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে, এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও প্রিয় বাণী আর হতে পারে না। এই স্লোগান বা নারা তার হৃদয়কে গভীর ভাবে আন্দোলিত করে। তিনি আমাদের জামাত সম্পর্কে অধিক জানার আগ্রহে খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন। তাকে জামাতের বই-পুস্তক সরবরাহ করা হয়। গভীর অধ্যয়নের পর তিনি জানতে পারেন, জামাতে আহমদীয়া একটি সুশৃঙ্খল এবং সত্য জামাত যা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানবতার সেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। জামাত সম্পর্কে অনেক কিছু অবগত হওয়ার পর তিনি আশ্বস্ত হন এবং ২০১৪ সনের মার্চ মাসে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

অতএব আহমদীদের শুধু নারা উত্তোলন করলেই হবে না বরং তাদের ব্যবহারিক অবস্থাও উন্নত হতে হবে কেননা এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম। আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার তা বলেছি। তাই শুধু নিজেদের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করলেই মানুষ প্রভাবিত হবে না বরং কার্যতঃ যদি উত্তম আদর্শ দেখে তাহলেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ হবে। তাই এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা প্রত্যেক আহমদীর কাঁধে অর্পিত হয়।

মিশর থেকে এক বন্ধু মাহমুদ সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র কসম! আপনারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হায় সারা পৃথিবী যদি আপনাদের রাস্তা অনুসরণ করতো!

আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমাদের পিতা বয়আত করেছেন। তারপর আমার ভাই, আমার মা, আমি এবং এরপর আমার এক কাজিন এবং আমার পিতার এক কাজিনও বয়আত করে।

এরপর বসনিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, গত বছর আমি ব্যবহারিক সংশোধন সংক্রান্ত যে সকল খুতবা দিয়েছিলাম এর ফলশ্রুতিতে বিশেষ করে ফজরের নামাযে অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুরা অংশগ্রহণ করছেন। অথচ এ দেশে তুষারপাতের কারণে শীত প্রবল হয়ে থাকে। অনেক নতুন আহমদী দূরদূরান্ত থেকে অর্থাৎ প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নামাযে আসে। তাদের ঘর পাহাড়ি এলাকায় হওয়ার কারণে রাস্তাও অত্যন্ত দুর্গম কিন্তু তবুও তারা নামাযে আসেন এবং বন্ধুদেরও সাথে নিয়ে আসেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের পর কীভাবে পরিবর্তন আসে দেখুন! এক তো নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া, আবহাওয়া প্রতিকূল হলেও মসজিদ আবাদ করা। দ্বিতীয়তঃ এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মেসিডোনিয়া থেকে এক আহমদী বন্ধু লিখেছেন, আমার স্ত্রীর নাম হচ্ছে রাযা। তিনি জার্মানির বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি পর্দা করতেন না। তিনি আমাকে লিখেছেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, লাজনাদের অধিবেশনে তিনি আপনার বক্তব্য শুনেছেন এবং এরপর থেকে হিজাব পরা আরম্ভ করেন। আর এখন তিনি রীতিমত পর্দা করেন এবং আহমদীয়াতের ওপর অনড় এবং অবিচল রয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করছেন। কাজেই নবাগত মহিলারা যারা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন তারাও যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সঠিক ইসলামী শিক্ষা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তাই আমাদের যুবতিদের এবং মহিলাদেরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। ইসলামী আচার-আচরণ বিধি মেনে চলুন। আল্লাহ্ তা'লা যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা আবশ্যক। আর পর্দা করা সেগুলোর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

যাহোক, সেসব অগণিত ঘটনার মধ্য থেকে এহলো কয়েকটি মাত্র যা প্রায় সময় আমি আমার রিপোর্টে লক্ষ্য করি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করে চলেছেন, কীভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে পথের দিশা দিচ্ছেন, কীভাবে বিরোধীদের বিরোধিতাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নেক প্রকৃতির লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, কীভাবে পাদ্রীরাও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করছে, কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর মানুষ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি করছে, কীভাবে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে। অতএব এসব কথা বা এ সকল বিষয় কী কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফসল হতে পারে? মোটেই নয় বরং নিঃসন্দেহে এ কথাগুলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনেরই পরিচায়ক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে যে ইমাম এসেছেন তাঁর সত্যতা প্রমাণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনীত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের সন্ধানীদের পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে আজও আল্লাহ্ ত'লার

অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের মাঝে জ্ঞান ও বুৎপত্তি সৃষ্টি করছে। মানুষ বলে, খোদা কোথায়? খোদা সত্যিই আছে নাকি নেই? যারা নেক এবং পবিত্র প্রকৃতির মানুষ তারা দেখাতে পারেন, খোদা আছেন। কিন্তু তাদের জন্য পরিতাপ! যারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর মুসলমান হবার দাবী করা সত্ত্বেও ঈমান আনে না। যারা নিজেদের নামধারী আলেমদের কথায় সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এক খ্রিষ্টান, এক বিধর্মী, এক হিন্দুও এ কথা বুঝতে পারে যে, এসব নিদর্শন ইসলামের সত্য ধর্ম হওয়ার এবং মহানবী (সা.)-এর শেষ নবী বা আখেরী নবী হওয়ার প্রমাণ কিন্তু মুসলমান হয়েও আল্লাহ্ তা'লাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে, তাঁর কাছে পথের দিশা চাওয়ার পরিবর্তে তারা সেই সকল আলেমের কাছে পথের দিশা চায় যাদের সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সেই যুগের ফিতনা এবং নৈরাজ্যের হোতা এবং মূল হলো এরা। তাই নবাগতদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা শুনে যেখানে আমাদের নিজেদের এবং তাদের ঈমানে উন্নতির জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে উম্মতে মুসলেমাহ্‌র জন্যও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন এবং তারা যুগ ইমামকে মেনে নিজেদের ইহ এবং পরকালকে যেন সুনিশ্চিত করতে পারে। এখন মুসলিম বিশ্বের অবস্থা খুবই করুণ। নেতারা জনসাধারণের ওপর যুলুম করছে। আর জনসাধারণ ন্যায়বিচার এবং সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। প্রত্যেক স্বার্থপর নেতা সেজে একদল গঠন করে বসে আছে। বিভিন্ন ফির্কা পরস্পরের শিরচ্ছেদের চেষ্টায় রত। পূর্বে যখন শিয়া-সুন্নিদের মাঝে ফ্যাসাদ হতো, সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। এখন সরকারই দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছে। ইরাক, সিরিয়া এবং লিবিয়ার অবস্থা গত কয়েক বছর থেকে ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছেই, এখন সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের অবস্থাও ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছে। সৌদি আরব ইয়েমেনকে সাহায্যের নামে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এই পরিস্থিতিও ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এখন জানা নেই এর শেষ কোথায়। এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাগুতী বা শয়তানী শক্তি মুসলমানদের যেভাবে দুর্বল করতে চায় তারা এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে। ইতোপূর্বে তারা সরাসরি আক্রমন করতো। এখন সরাসরি আক্রমনের পরিবর্তে মুসলমানদের মাঝে অন্তঃকলহ সৃষ্টি করে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে অথচ মুসলমান বিশ্ব তা বুঝতেই পারছে না, তারা কী করছে। তারা ভাবে না, এর কারণ কী এবং ফলাফল কী প্রকাশ পাবে। তারা এটিও চিন্তা করে না, আল্লাহ্ তা'লার এই আখেরী নবীর অনুসারীদের মাঝে এত ফিতনা এবং নৈরাজ্য কেন? কেন প্রায় সকল মুসলমান দেশ উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছেও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। এই পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং উন্নতির গন্তব্যে পুনরায় পৌঁছার শুধু একটিই রাস্তা আছে আর তাহলো, সেই পথ যা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই অবহিত করেছেন, সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করো যার কাজ হলো, আখারীনদেরকে আউয়ালীনদের সাথে মিলিত করা। দলাদলির পরিবর্তে এক উম্মত হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর হাতে ঐক্যবদ্ধ হও। আল্লাহ্

তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দিন। এর জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করারও তৌফিক দান করুন এবং আমাদের দোয়া গ্রহণও করুন।

নামাযে জুমুআর পর আমি দু'টি জানাযা পড়াব। একটি হলো হাযের জানাযা। হাযের জানাযা হবে জনাব ইনতেসার আহমদ আইয়ায সাহেবের যিনি মোকাররম ডক্টর ইফতেখার আহমদ আইয়ায সাহেবের পুত্র। তিনি গত ২৮শে মার্চ, ২০১৫ সনে পঞ্চাশ বছর বয়সে আমেরিকার বোস্টনে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। ডক্টর ইফতেখার আইয়ায সাহেব লিখেন, স্নেহের ইনতেসার তাঞ্জানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খালেদ-এ-আহমদীয়াত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দৌহিত্র এবং মুখতার আহমদ আইয়ায সাহেবের পৌত্র ছিলেন। নেক, কুরআন তিলাওয়াতকারী, তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি বিএসসি পাশ করেছেন এবং এরপর তথ্যপ্রযুক্তি'তে মাস্টার্স করেছেন। জামাতের নিযাম এবং খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করতেন। তুভালুর প্রথম সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া নিযুক্ত হন। লন্ডনে কেন্দ্রীয় আতফালুল আহমদীয়ায় প্রথমে মোতামাদ ছিলেন পরে স্থানীয় মজলিসের কায়েদ হিসেবেও কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবেও কাজ করেছেন। একজন উদ্যমী দাঈইলাল্লাহ্ও ছিলেন। তার মাধ্যমে বয়আতও হয়েছে। রীতিমত চাঁদা প্রদান করতেন এবং গত তিন বছর থেকে নিজ বিভাগে দক্ষতা অর্জনের জন্য আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন। সেখানেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তাররা নৈরাশ্যজনক সংবাদ শোনাতে থাকে। তার ফুসফুস অথবা লিভার আক্রান্ত হয়। একজন ভাল এবং আদর্শ পুত্র, ভাই, স্বামী এবং পিতা ছিলেন। ছেলের তরবীয়তের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পিতা-মাতা এবং বোন ছাড়াও স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা সাহেবা এবং নয় বছর বয়স্ক ছেলে আফগান আইয়ায রেখে গেছেন। তিনি আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবেরও ভাগ্নে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মাগফিরাত করুন, তার পদামর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা যা প্রিয় ওয়াসিম আহমদের যিনি কাদিয়ান জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি গত ২৫শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে বিপাশা নদীতে ডুবে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। অনবরত চার দিন অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার পর যে জায়গায় ডুবে গিয়েছিলেন সেখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে উপুড় অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। মরহুমের শরীরে কোন প্রকার ক্ষতের চিহ্ন ছিল না আর লাশ ফুলেও যায়নি এমনকি কোন প্রকার দুর্গন্ধও ছিল না। পোস্ট মর্টেম এবং আইনগত কার্যক্রম শেষ করার পর লাশ এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কাদিয়ান আনা হয়। সেখানেই দু'দিন পূর্বে নামাযে যোহরের আগে তার জানাযা পড়া হয় এবং বেহেশতী মকবেরায় দাফনের কাজ সমাধা করা হয়। মরহুম ১৯৯৫ সনের ২৩শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তালানকানা প্রদেশের সাথে তার সম্পর্ক। জন্মসূত্রে তিনি আহমদী ছিলেন। তার দাদা দেসী বাশু মিঞাঁ সাহেব খলীফা সানী (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেঠ হাসান আহমদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত

গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম ওয়াসীম আহমদ সাহেব ২০১৩ সনে জীবন উৎসর্গ করে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের জামেয়ায় ভর্তি হন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মেধাবী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রসন্ন মন-মানসিকতার অধিকারী, ধর্মসেবার চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। মৌসুমী ছুটিতে যখন ঘরে যান তখন গয়ের আহমদী ছেলেদের সাথে তার উঠা-বসা আরম্ভ হয়। তার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তার মাতা এ নিয়ে খুবই চিন্তিত হন, কোথাও এরা আমার ছেলেকে প্ররোচিত না করে ফেলে। এর ফলে ওয়াসিম আহমদ তার মাকে বলেন, আমি এখন কাদিয়ানে এক বছর পড়ালেখা করে এসেছি। এখন আমি গয়ের আহমদী বন্ধুদেরকে জামাতের তবলীগ করছি। তারা আমার সমবয়সী হবার কারণে আমার কথা শুনছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। অন্যান্য ছাত্ররা বলেন, তাহাজ্জুদের জন্য তাকে জাগাতে গেলে আমরা দেখতাম, তিনি পূর্বেই তাহাজ্জুদে রত আছেন। সবসময় হাসি মুখে কথা বলতেন। মরহুম নিজের শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা মোহতরমা আমাতুল হাফিয সাহেবাকে রেখে গেছেন যিনি খুবই দুর্বল এবং প্রায় সময় অসুস্থ থাকেন। এছাড়া দু'জন বড় ভাই ছেড়ে গেছেন যাদের একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুয়াল্লিম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তার দুই বোনও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। (আমীন)